

e-সংযোগ

বৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা
মন্দিরের ঐকটি উদ্যোগ
জুন, দ্বাদশ সংখ্যা



প্রধান শিক্ষকের কলমে

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, ছাত্রী ও গুভাকাক্ষী, সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'e-সংযোগে'-র দ্বাদশ সংস্করণ (June) প্রকাশিত হল। গত দুমাস গ্রীষ্মের ছুটি থাকার পর, ২৭শে জুন থেকে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। এবং নতুন একাদশ (২০২২) ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাসও শুরু হতে চলেছে। কিন্তু পুনরায় সকলের দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে কোভিড ১৯ এ আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী মাস্ক পরে আসছে কিন্তু বাইরে অনেক মানুষই এখনও অসচেতনভাবে চলছেন। ফলে ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ রাখার জন্য চিন্তা বাড়ছে। যদিও খুবই আনন্দের কথা হল, এখনই বিদ্যালয়গুলি বন্ধ না হওয়ার কথা সরকারীভাবে জানানো হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে মত প্রকাশ করলে বলা যায় যে, কোনোভাবে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস পুরোপুরিভাবে বন্ধ না করে, প্রয়োজনে তাদের অল্প সময় এবং নির্দিষ্ট দিনে আনার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কারণ ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস সম্পূর্ণ করার বিষয় আছে। এছাড়া অনলাইন পাঠগ্রহণে সকল ছাত্রছাত্রী সাবলীল নয়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে না আসতে পারলে তাদের নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাসেরও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তবে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্থাৎ শিক্ষিকা-শিক্ষিকামী-অভিভাবক সকলকেই অধিকমাত্রায় সচেতন থাকতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের সুস্থতার জন্য।

প্রাস্টিক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি অবগত আছি। Single-use প্রাস্টিক বন্ধ করতে সরকারী স্তরে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাদেরও প্রত্যেককে এবিষয়ে সতর্ক হতে হবে। অন্যান্য ছাত্রী, অভিভাবক ও সকলকে সচেতন করতে, পরিবেশ উন্নয়নের বার্তা দিয়ে অভিনব এক কবিতা লিখে 'e-সংযোগ' কে সুন্দর করে তুলেছে বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্রী শ্রেয়া দে। অনেক শুভেচ্ছা জানাই শ্রেয়াকে।

এছাড়া পূর্বের এক সংখ্যার ন্যায় এবারের 'e-সংযোগে'ও Clay-Modelling নিয়ে লিখেছেন এবং সুন্দর সুন্দর মাটির খেলনা তৈরি করতে শিখিয়েছেন বিদ্যালয়ে গুভাকাক্ষী আহিতাঙ্গি রায়চৌধুরী। ছাত্রীদের জন্য তাঁর এই অবদানের জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এবারে 'e- সংযোগ' আমরা মানসচক্ষে 'কাজিরাঙা' ভ্রমণের আনন্দ লাভ করব
বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষিকা শ্রীমতি কৃষ্ণা সিং সর্দার দির সহায়তায় যিনি অত্যন্ত
সুন্দরভাবে এবং একাধিক চিত্রের মাধ্যমে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন
ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ডাঃ চন্দ্রিকা মুখোপাধ্যায় বর্তমান ছাত্রীদের জন্য শরীরের এক স্বাভাবিক
শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া 'Menstruation' নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য তুলে ধরে তাদের কিছু
ভীতিকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের গর্বের এই ছাত্রীকে।

আমাদের বর্তমান ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের সাথে যোগাযোগ করে 'e- সংযোগে'
অংশগ্রহণ করলে 'e- সংযোগে'র আরও সমৃদ্ধ হবে।

আশা রাখি 'সচেতনতা'র বর্ম পড়ে আমরা সকলে করোনা নামক অপশক্তির ক্ষতিকারক
প্রভাবকে প্রতিহত করে অবশ্যই সামনে এগিয়ে যেতে পারব।



এই সংখ্যায়

সামনে জীবন তৈরী হও:-

মিউজিক শিক্ষার গুরুত্ব ও কেরিয়ার নিয়ে এই সংখ্যায় আলোকপাত করেছেন সহ শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ:-

এই সংখ্যায় বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, ডাঃ চন্দ্রিকা মুখোপাধ্যায়, বর্তমান ছাত্রদের জন্য, শরীরের এক স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য তুলে ধরে, তাদের কিছু ভীতিকে দূর করার চেষ্টা করেছেন।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান:-

প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের এক বিরল জীবাশ্ম -এই বিষয়ের ধারণা ছাত্রীদের মধ্যে এবারের সংখ্যায় তুলে ধরেছেন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রূপা ঘোষ।

ভ্রমণ:-

এবারে এই সংখ্যায় আমরা মানসচক্ষে 'কাজিরাঙা' ভ্রমণের আনন্দ লাভ করব, বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা সিং সর্দার দির সহায়তায়, যিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং একাধিক চিত্রের মাধ্যমে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

বিশেষব্যক্তিত্ব ও পরশপাথর:-

নরওয়েতে চ্যাম্পিয়ন প্রজ্ঞানন্দ -এর সংগৃহীত তথ্য ও আবদুল গাফফার চৌধুরী-র প্রয়াণের তথ্য ছাত্রীদের জানানোর জন্য তুলে ধরেছেন প্রধান শিক্ষিকা রূপা ঘোষ। একই সাথে ছাত্রীদের জীবন বোধ ও মূল্যবোধ রেখাপাত করতে মনিষীদের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন।

নিজে করি:-

এবারে 'নিজে করি' বিভাগে সুন্দর সুন্দর মাটির খেলনা তৈরি করতে শিখিয়েছেন বিদ্যালয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী আহিতাঙ্গি রায়চৌধুরী। পরিবেশ উন্নয়নের বার্তা দিয়ে অভিনব এক কবিতা লিখে এই সংখ্যাকে সুন্দর করে তুলেছে বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্রী শ্রেয়া দে।

নিয়মিত বিভাগ:-

ভেবে দেখো :- রুচিরা চ্যাটার্জী।
কমিক্স:- শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।
ওলটপালট:- শিক্ষিকা মিতালী দাশগুপ্ত
মগজাক্স:- শিক্ষিকা মিতালী দাশগুপ্ত

সামনে জীবন তৈরী হও

মানবজীবনে সঙ্গীত অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, বিরহ-মিলনে সব অবস্থাতে আছে সঙ্গীত। যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে পৃথিবীর সমস্ত নান্দনিক সৌন্দর্যের নিপুন অবয়ব। এবং সঙ্গীত হল প্রেরণা যাকে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন সংগ্রাম, আন্দোলন বিবর্তন। যুগে যুগে সঙ্গীতের মাধ্যমে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই জন্য বোধ হয় সঙ্গীত বিনা মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীতে গড়ে ওঠা সুপ্রাচীন মানবসভ্যতাগুলোর ধ্বংস স্তূপ থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে সঙ্গীতেরই নানান নিদর্শনের প্রমাণ। খুব সহজেই বোঝা যায় সভ্যতার শুরু থেকে সঙ্গীত বিষয়টি আজও হয়ে আছে অটুট, অম্লান ও শাশ্বত। এই সঙ্গীতই পারে অসহিষ্ণু সমাজকে সংযত রাখার, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দায়িত্বশীল গড়ে তোলার। বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যেকোন জায়গায় যেকোন মত পরিবর্তন ঘটুকনা কেন সঙ্গীতের কিন্তু সবসময় সুস্থায়ী আসন আছে। ২১শে জুন তারিখ বিশ্ব সঙ্গীত দিবস হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং ভারতবর্ষের একাধিক রাজ্যের মত আমাদের রাজ্যেও মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে সঙ্গীত বহুদিন ধরেই অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গীত বিষয়ে নেট, সেট উত্তীর্ণ হয়ে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করা যায় এবং কাজের সুযোগ আছে।

এছাড়া যাদের কণ্ঠস্বর অপূর্ব তারা আপন খুব মাধুরির স্বরে সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে পেশাগত সুনিশ্চিত হবার সুযোগ থাকে। সেক্ষেত্রে সঙ্গীত শিক্ষালাভের পাশাপাশি Stage Performer হয়ে ওঠা সম্ভব। ভবিষ্যতে যারা সঙ্গীত হতে চায় তাদের কাছে চলচ্চিত্র জগতের প্লেব্যাক সিঙ্গার হওয়ার একটা বড়ো হাতছানি। আমরা সবাই জানি এই চলচ্চিত্র জগতের প্লেব্যাক সিঙ্গারই আমাদের দেশের সঙ্গীত জগতের প্রাতঃ স্মরণীয় নাম।

সঙ্গীত কেবলমাত্র বিনোদনের নয়। সারাবিশ্বে সঙ্গীতের মাধ্যমে আজ দৈনন্দিন জীবনের মানসিক চাপ দূর করার কাজে, রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সঙ্গীতের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে একালের চিকিৎসকগণ বেশ আশাবাদী। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়টিকে ‘মিউজিক থেরাপি’ আখ্যা দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে সঙ্গীত বিষয়ে ডিগ্রি লাভের পর মিউজিক থেরাপির ছোট একটা ট্রেনিং নিতে হয়। যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করেছেন মিউজিক থেরাপির মধ্য দিয়ে রোগী তার যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারে, লুপ্ত স্মৃতি ফিরে আসতে পারে, রোগীর মনোবল বাড়ে। যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

সামনে এমনও দিন আসবে সমস্ত সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল চিকিৎসালয়ে মিউজিক থেরাপিষ্টের প্রয়োজন হবে। কাজের সুযোগ আসবে।

শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া



ডাক্তারবাবুর পরামর্শ

পিরিয়ডস

ডাঃ চন্দ্রিকা মুখোপাধ্যায়
বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী



আদরের বোনেরা,
অনেক অনেক ভালবাসা নিও ।

এবার এমন একটা বিষয় নিয়ে লিখছি, যে বিষয়ে আমি যখন তোমাদের মত ছিলাম তখন কথা বলা একদম নিষিদ্ধ ছিল ,লেখালেখি তো অনেক দূরের কথা । কাজেই মনের প্রঙ্গ মনে নিয়েই ছিলাম যতদিন না ডাক্তারির মোটা বইগুলো পড়ে সেই প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার খাতায় লিখতে হল । এখন সময় অনেক পাল্টেছে, তোমরাও আমাদের চেয়ে অনেক smart, তাই হয়তো এখন আর সেরকম পরিস্থিতি নেই । তবে এখনো আমাদের সমাজে পিরিয়ডস নিয়ে অন্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মত সহজে আলোচনা করা যায়না সেটা আমি জানি ।তোমরা বড় হয়ে এগুলো ঠিক করবে। মনে থাকবে তো?

পিরিয়ডস কেন হয় ?

" না হলেই ভাল হত!"

এরকম মনে হয় না ?আমারও মনে হয় ।

আমাকে একজন বলেছিল,"এত বিরক্তির কি আছে? পিরিয়ডস তো নারীদের উদযাপন !"

তখন তার মাথা ধরে দেওয়ালে ঠুকে দেওয়ার মারাত্মক ইচ্ছা হলেও পরে মনে হয়েছে কথাটা কিঞ্চিৎ খারাপ নয় ।

যাকগে কাজের কথায় আসি ।

মেয়েদের শরীরে যখন সন্তানধারণের ক্ষমতা তৈরী হয় তখন কিছু হরমোনের পরিবর্তন হয় । তার প্রভাবে জরায়ুর ভিতরের দেওয়াল প্রতি মাসে মোটা হয় ,যাতে ভ্রূণ সেই দেওয়ালে লেগে থেকে বড় হতে পারে । সন্তানধারণ না করলে হরমোনের প্রভাবেই যে কলাকোষ জমে জমে গর্ভাশয়ের দেওয়াল মোটা হয়েছিল সেগুলো ঝরে যায় । সেটাই তখন রক্ত সমেত জননছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ছোটবেলায় যে কত ভুলভাল ব্যাখ্যা শুনেছিলাম 'খারাপ রক্ত', 'extra রক্ত' ইত্যাদি ।

পিরিয়ডস কার হয় ?

১১ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে সাধারণত মেয়েদের পিরিয়ডস শুরু হয় ,৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত চলে ।

পিরিয়ডস কতদিন চলে ?

সাধারণত ৪/৫ দিন । প্রথম দুদিন বেশী রক্তপাত হয় ।

কতটা রক্তপাত হওয়া স্বাভাবিক ?

বই বলে ২০-৮০ ml ,ml বোঝা তো আর সম্ভব না ,মোটামুটি দিনে ৪ টে pad এর বেশী লাগলে বুঝতে হবে বেশী রক্ত বেরোচ্ছে । আর যদি খুব কম রক্ত বেরোয় তাহলেও সেটা অস্বাভাবিক ।

কতদিন অন্তর অন্তর পিরিয়ডস হয়?

২১ থেকে ৩৫ দিন। গড়ে ২৮ দিন।

পিরিয়ডসের সময় পেট/ কোমর ব্যথা

অনেকের হয়। ছোটদের বেশী হয়। বড় হলে কমে যায়। অসহ্য হলে gynaecologist দেখিয়ে ওষুধ খেলে সহ্যর মধ্যে চলে আসবে।

যা যা লিখলাম এখনো পর্যন্ত তার একটু এদিক ওদিক হতে পারে, মানুষের শরীর ভো,খুব বেশী এদিক ওদিক হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

পিরিয়ডসের সময় কি করতে হবে?

যতটা সম্ভব পরিষ্কার থাকতে হবে। চেষ্টা করতে হবে ৪/৫ ঘন্টা অন্তর pad change করার। এই সময় Toilet যাওয়াটা মহা ঝামেলা বলে মেয়েরা জল কম খেয়ে মূত্রনালীর infection বাধায় খুব। সেটা খেয়াল রেখে বেশী করে জল খেতে হবে যখনই সুযোগ পাবে। আর যদি ভোমাদের কেউ বড় হয়ে দেশ চালাও তখন সর্বত্র মেয়েদের জন্যে পরিষ্কার Toilet এর ব্যবস্থা করার কথা মনে রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ভোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাই -

ইনফোসিস ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবিকা ও লেখিকা সুধা মূর্তির নাম আশা করি ভোমরা শুনছেন। উনি যখন সেই ১৯৬৮ সালে প্রথম ভেঙে ১৪৯ জন ছেলে পড়ুয়ার সাথে একমাত্র মেয়ে হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ভর্তি হয়েছিলেন, কলেজ থেকে অনেক বাধা এসেছিল, যার অন্যতম হল ঐ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেয়েদের ব্যবহারের উপযুক্ত কোন টয়লেট নেই যেহেতু ওখানে আগে কোনদিন কোনও মেয়ে পড়ুয়া ভর্তি হয়নি। এই ঘটনা ওনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, উনি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের দেশে সঠিক মহিলা টয়লেটের অপ্রতুলতা অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রগতির পথে বাধার কারণ।

পরবর্তী কালে, ওনার ইনফোসিস ফাউন্ডেশন শুধুমাত্র কর্ণাটকেই ১৩ হাজারের বেশি মহিলা টয়লেট বানিয়ে দিয়েছে।

পিরিয়ডসের সময় কি করতে নেই?

এমন কোনো নিয়ম নেই। যা প্রাণে চায় করো। যা ইচ্ছা হয় খাও। যেখানে ইচ্ছা যাও। পিরিয়ডস একটা স্বাভাবিক ব্যাপার সব সময় মনে রাখবে। কোন ভয় বা লজ্জার মুক্তি নেই। আমাদের প্রচুর বাঁধনে বাঁধা হয়েছিল একসময়। বড় হয়ে কিছু মানিনি। কোন অসুবিধে হয়নি।

Gynaecology আমার বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও সাহস করে লিখে ফেললাম শুধু যাতে ভোমরা আমাদের চেয়ে নিজের শরীরটাকে বেশী জেনে বড় হতে পারো। আমরা ছোটবেলায় বলতাম "শরীর খারাপ"। পরে মনে হয়েছে কি ভুলভাল কথা। শরীর ভাল আছে, সুস্থ আছে বলেই না পিরিয়ডস হচ্ছে। একটা স্বাভাবিক ব্যাপারকে অসুস্থতা বলতে যাব কেন? তার পর থেকে পিরিয়ডস-ই বলি বা Menstruation। সবশেষে যেটা বলতে চাই পিরিয়ডস কে কখনো নিজের কোন ইচ্ছাপূরণে বাধা দিতে দিওনা। দরকার পড়লে Gynaecologist এর সাহায্য নাও, কিন্তু এই ভুল বাধাটাকে নিজের মুখের হাসিটাকে কখনো মুছতে দিও না।

খুব ভাল থেকে।

Environment & Science

Rupa Ghosh Head Teacher



A group of scientists has found a fossilised lower jaw of a giant creature that once roamed the Earth. Named *Tartarocyon cazanavei*, it lived in what is now France - between 12.8 and 12 million years ago.

Also known as the bear-dog, the fossilised body part of the enormous animal was recovered from the marine deposits of Sallepisse in the Pyrenees-Atlantiques department, France.

According to Discover Magazine, the paleontologists believe that the lower jaw bone is that of a new species of the bear-dog, or amphicyonid.

A paper on the discovery has been published in PeerJ.

Paleontologist Bastien Mennecart and other co-authors said in the paper that the team found the jawbone had a unique lower premolar, suggesting it belonged to a genus of the predator species never seen before.

The team also claimed that the animal weighed approximately 200 kg.

Mennecart and the team named the species after Tartaro, a powerful, one-eyed giant from Basque mythology. The legend of Tartaro is also known in Bearn, the region where the lower jaw was found.

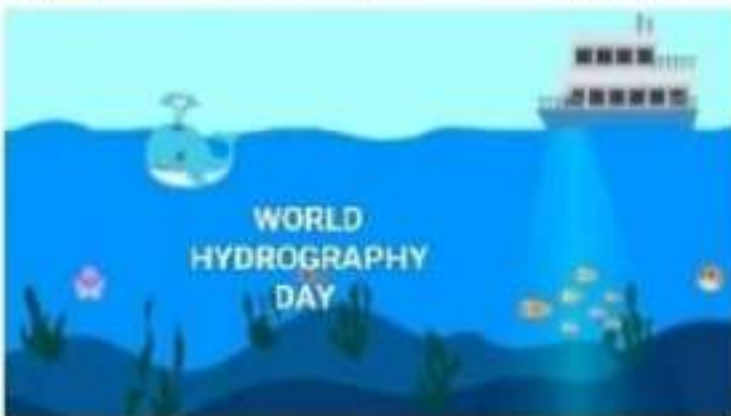
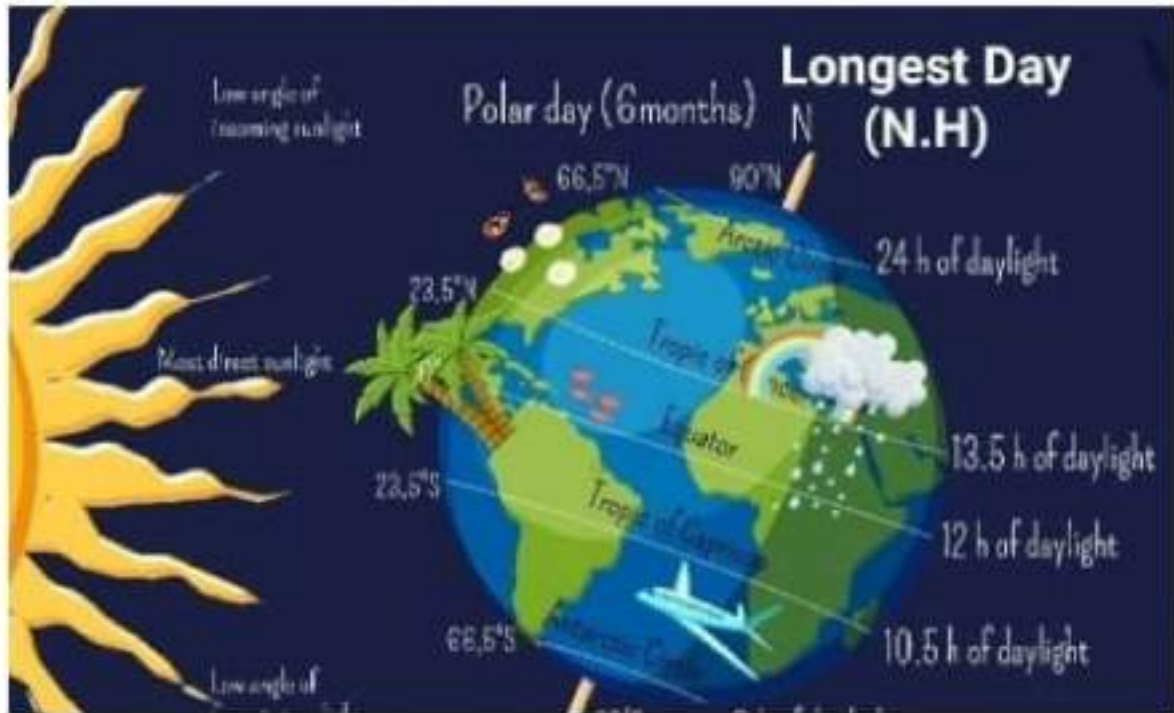
Many different types of amphicyonid species existed in Europe during the early Miocene period, but went extinct around 7.5 million years ago.

Numerous past studies have shown that amphicyonids displayed typical mesocarnivorous, omnivorous, bone-crushing, and hypercarnivorous diets.

The amphicyon genus was named in 1836 by Edouard Lartet. It originally meant "ambiguous dog", but in later years, the nickname was changed to "bear-dog".

Fossils of this species have been found in Nebraska in North America and in France and Spain in Europe.

21st JUNE : ভাবনা অনেক



অনন্য কাজিরাঙা

কৃষ্ণা সিং সর্দার, সহ শিক্ষিকা (বাংলা বিভাগ)

বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের পূর্বের রাজ্যগুলির দিকে যাত্রাই আমার এবারের লক্ষ্য। ফাল্গুনের এক অপরাহ্নে (১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২) তাই চড়ে বসলাম সরাইঘাট এক্সপ্রেসে। গন্তব্য আসামের গুয়াহাটি। সেখান থেকে অরুণাচল – ফিরতি পথে কাজিরাঙা হয়ে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং, তারপর কলকাতা।

তবে আজকের কথা শুধুই আসামের কাজিরাঙা অভয়ারণ্য নিয়ে। কিভাবে শুরু করব তা ভাবতে ভাবতেই অজস্র দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলে গেଲା। একশৃঙ্গ গণ্ডারের আবাসস্থল এটি, বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ একশৃঙ্গ গণ্ডার এখানেই বসবাস করে। তবে অন্যান্য বন্যপ্রাণী যেমন বাঘ, হাতি, জলমহিষ, বারশৃঙ্গার হরিণ, বন্য শূকর সহ বহু পক্ষীর আবাস ও বিচরণভূমি পূর্ব হিমালয়ের কোলে আসামের গোলাঘাট ও নওগাঁ জেলার প্রায় ৪৩০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই জলাভূমি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে। পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদ।

ইতিহাস বলে ১৯০৪ সালে, লেডি কার্জন এই বনাঞ্চল ভ্রমণে এসে একটিও গণ্ডার দেখতে পাননি। তাই বনের জীবজন্তু ও পশুপক্ষীদের সংরক্ষণে গুরুত্ব দিতে লর্ড কার্জনকে অনুরোধ করলে ১৯০৫ সালে এই অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৭৪ সালে ভারত সরকার কাজিরাঙাকে জাতীয় উদ্যান হিসাবে গ্রহণ করে এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য ইউনেস্কো একে **World Heritage Site** এর স্বীকৃতি দেয়।

আগেরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি অরুণাচলের দিরাং থেকে যাত্রা শুরু করে বমডিলা হয়ে দীর্ঘ পার্বত্যপথ অতিক্রম করে কাজিরাঙা পৌঁছলাম তখন রাত্রি দশটা। পরদিন ভোরে উঠতে হবে কারণ জঙ্গল সাফারি সকাল ৭ টায় শুরু। এক- হাতির পিঠে চেপে, দুই – জিপ সাফারি। আমরা দ্বিতীয়টাই বেছে নিলাম। অঙ্কুর এক উত্তেজনায় রাতে ভালো ঘুম হলোনা। পরদিন সকাল ৭ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত জিপ সাফারিতে আমরা কাজিরাঙার পশ্চিম বনাঞ্চলে এগিয়ে গেলাম।



কাজিরাঙা তে



জীপ সাফারি, কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান



বিশ্রান্ত একশৃঙ্গ গণ্ডারের আবাসস্থল, কাজিরাঙা

আস্তে আস্তে অসমিয়াদের ছোট ছোট বাড়িগুলি সরিয়ে রেখে অভয়ারণ্যে ঢুকে পড়লাম। পথের দুধারে ঘন ছন ঘাসের দু'মানুষ সমান জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে তৃণভূমি আর লাল-হলুদ ফুলে চোখ ঝলসানো শিমূল গাছের সারি। আর চোখে পড়ল পথিমধ্যে ঝুঁকে পড়া খোকা খোকা পেকে কমলা হয়ে যাওয়া বদরীফলা। দূরে পাহাড়শ্রেণী, উজ্জ্বল ঝকঝকে আকাশ, মধ্যে মধ্যে ভাসমান মেঘ। মাসটা ফাল্গুন হলেও বেশ শীত শীত করছিল।

দুই কন্যাসহ জিপে করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পথনির্দেশকের অস্বকুট ধ্বনিতে অনুসন্ধিৎসু চোখে ধরা পড়ল ইতিউতি বেশকিছু একশৃঙ্গ গণ্ডারের - কেউ তৃণভোজনে রত বা কেউ বা বিশ্রামরত। বুনো ঝোপে একদল বন্য মহিষ দণ্ডায়মান। পথিমধ্যে বিচিত্র রঙের বনমোরগ ও কালো ময়ূরীর আবির্ভাব মুগ্ধ করে দিল। গাছের ডালে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাহাড়ি ময়না, টিয়ার কিচিরমিচির চলছে। শিমূল গাছের উঁচু ডালে ঝগল দম্পতি ঝিমোচ্ছে। বন্যফলের এক তীব্র গন্ধে বাতাস সুবাসিত। ইতিউতি বেশকিছু নীলকণ্ঠ পাখি ওড়াউড়ি করছিল। জলাভূমিতে অসংখ্য সারস, পেলিকান, বুনো হাঁসের দল দেখলাম। আর হাসি পেল একদল ভৌদড় সমানে জলে ডুবছে আর উঠছে দেখে।



এশীয় একশৃঙ্গ গন্ডার.



রেড জঙ্গল-ফাউল (বন-মোরগ).



এশীয় বন্য মহিষ.



নীলকণ্ঠ পাখি.



গ্রে হেডের ফিল সীল.



কপারহিথ বরবো.



গ্রে পেলিকান.

প্রথম সাফারি শেষ করে দ্বিতীয় সাফারি শুরু হল সকাল ১০ টা থেকে, চলল বেলা ১২ টা অবধি। এবারের গন্তব্য কাজিরাঙার মধ্যাঞ্চল। পথনির্দেশক বদল হল। এবার অরণ্য কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির – দীর্ঘ পত্রলযুক্ত ঘন বনভূমি। বনস্পতি ভেদ করে তো দেখলাম কিছু স্থানে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারছেন। সন্ধ্যাত্যে ভাবা চতুর্দিকে একটানা ঝিল্লির শব্দ। কতপ্রকার বন্য লতাপাতা, বেশ ভয় করছিল – যদি বাঘ বাবাজি ঝাপিয়ে পড়ে ! বলতে না বলতেই পথনির্দেশক দেখালেন ভিজে কাদার উপর বাঘ বাবাজির পায়ের ছাপ। বুকের মধ্যে তখন



বাঘের পায়ের ছাপ.



ভালুকের পায়ের ছাপ.



আসাম কুম্ভড় টার্টল.

হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছে , ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে – অন্যদিকে তখন বয়ে যাওয়া খালের জলের উপর কাটা গাছের গুঁড়িতে কচ্ছপ পরিবার রৌদ্রতাপ উপভোগ করছে। সাদা মাছরাঙা আর কিছু পানকৌড়িও দেখতে পেলাম।



গ্রে ব্যাকড ব্রাইক.



(ব্রাজিলিয়ান) সেক বার্ড.

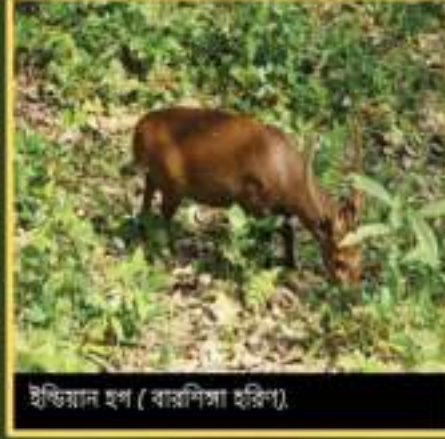


ইন্ডিয়ান স্পট বিলড ডাক.

মধ্যাঞ্চলের অরণ্যভূমি জমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। সেখানে বানরের দল , বনা শূকর, মহিষ , গণ্ডার সহ জলাভূমিতে একদল ছোটবড় হাতিকে জলকেলি করতে দেখলাম।



এশীয় বনা হাতির দল.



ইন্ডিয়ান হপ (বারবিসা হরিণ).



চিতল হরিণ.

জঙ্গলের তৃণভূমিসহ সর্বত্রই বারশূঙ্গার , চিতল সহ বহু হরিণ দেখলাম। একটি ছোট হরিণ তো একমনে শিমূল ফুল চিবিয়েই যাচ্ছিল। তবে সাপ বা ময়ূরের দেখা পাইনি। ফিরতি পথে দীর্ঘ দন্তযুক্ত গজরাজ একবার দর্শন দিয়েই ছন ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে দেখলাম বহু পর্যটক আর তার সাথে ওয়াচ টাওয়ার , বন অধিকারিক, বনরক্ষী বাহিনী ও নিরাপত্তার জন্য প্রচুর ক্যামেরা লাগানো দণ্ড। কেননা চোরশিকারীদের তো উৎপাতের অন্ত নেই।

সময় শেষ হয়ে আসছিল, মনটা কেন জমিনা ভারী হয়ে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম যদি টারজান বা মুংলির মতো জঙ্গলেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম। সাক্ষরি শেষে ফিরছি , হঠাৎ চোখ গেল আসাম- জোড়হাট হাইওয়ের উপর উঁচু গাছের ডালের দিকে। কি যেন নড়ছে !

“হনবিল” ! বাংলায় যাকে বলে ধনেশ পাখি – লম্বা হলুদ ঠোঁট, সারা শরীর সাদাকালো হলুদ পালকে ঢাকা, লেজ দুলিয়ে অন্য ডালে গিয়ে বসল । অপূর্ব ! প্রকৃতি যেন উজাড় করে দিয়েছে কাজিরাঙাকে।



গ্রেট ইন্ডিয়ান হনবিল (ধনেশ পাখি).



ব্ল্যাক ফিসেট.



বহু টেলক ব্রাউন হাইক.

পরদিন ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিদায় জানালাম কাজিরাঙাকে , এবার গন্তব্য শিলং ...

আজ এই পর্যন্তই । অরণ্য, পর্বত, বর্ণা , নদী, জীবজন্তু , পশুপাখিকে তোমরা যদি মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসো তাহলে জীবনের কোনো না কোনও সময়ে একবার দেখে এসো কাজিরাঙাকে।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে অনাবিল আনন্দে তোমাদের মন ভরে উঠবেই উঠবে।



কাজিরাঙা জাতক ভবন.

চিত্রগ্রহণ – আমার কন্যা ডাঃ অমৃতা সিং সর্দার , বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী

বিশেষ ব্যক্তিত্ব

নরওয়েতে চ্যাম্পিয়ন প্রজ্ঞানন্দ



স্বপ্নের ফর্মে ভারতের ১৬ বছরের গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। সম্প্রতি বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনকে দু'বার হারিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সে। এবার নরওয়ে চেস গ্রুপ এ ওপেনে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হল প্রজ্ঞানন্দ। ন'রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় ৭-৫ পয়েন্ট নিয়ে জিতল ভারতীয় দাবাড়ু। টুর্নামেন্টে শীর্ষ বাছাই ছিল প্রজ্ঞানন্দ। যদিও তার চ্যাম্পিয়ন হতে পারা নিয়ে কিছুটা সংশয় ছিল। শেষ রাউন্ডে ভারতের আন্তর্জাতিক মাস্টার আই এম ডি প্রবীতকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত করে প্রজ্ঞানন্দ। সামনেই চেম্বাইয়ে ৪৪তম চেস অলিম্পিয়াড রয়েছে। সেখানে ভারতের বি দলে আছে প্রজ্ঞানন্দ। তার আগে নরওয়েতে এই জয় নিঃসন্দেহে তার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

প্রয়াণ



আলতাফ মামুদের সুরে যে গান পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ভাষা আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিল, সেই 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানের রচয়িতা ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২)। সাংবাদিকতার পাশাপাশি ছিলেন ভাষাসৈনিক, লেখক, কবি, সম্পাদক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা। ৭১-এ কলকাতায় সাপ্তাহিক জয়বাংলা-তে লিখতেন কলামনিষ্ট হিসেবে। আনন্দবাজার পত্রিকা-তেও দীর্ঘদিন লিখেছেন। পরে ব্রিটেনে বসবাস করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

প্রধান শিক্ষিকা
শ্রীমতী রূপা ঘোষ।

নিজে করি

মাটি দিয়ে মজার খেলনা তৈরী (২) (Clay modelling 2)

আহিতাঙ্গি রায়চৌধুরী (Industrial & Product Designer)

মাটি দিয়ে রেলগাড়ি বানিয়ে সবাই মজা পেয়েছে সকলে? আজকে চলো আবার মজার কিছু বানাতে শিখে নি। রেলগাড়ির মতোই বড়সড় আকারের জীবন্ত প্রাণী যারা কয়েক লক্ষ বছর আগে ঘুরে বেড়াতো পৃথিবীর বুকে। জুরাসিক পার্ক সিনেমাটি কে কে দেখেছে? সিনেমায় দেখানো বিশাল আকৃতির ডাইনোসরদের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের? সিনেমায় না দেখলেও বিজ্ঞান বইয়ের পাতায় পড়েছ ডাইনোসরদের কথা। আজকে আমরা শিখবো মাটি দিয়ে ডাইনোসর বানাতে, তাদের কারুর প্রকান্ড লেজ, কারুর মাথায় শিং, আবার কারুর লম্বা গলা। তাহলে চলো ঝটপট বানাতে শুরু করা যাক।

□ মডেলটি বানাতে এই মূল ত্রিমাত্রিক আকৃতি গুলি ব্যবহৃত হবে। এদের মধ্যে বেশ কিছু তোমরা রেলগাড়ি বানানোর সময় জেনেছিলে। বাকিগুলি এবারে শিখে নাও।

ডাইনোসর যেহেতু জীবন্ত প্রাণী তাই এর দেহের আকৃতি অনেক বেশী গোলাকার হবে, রেলগাড়ির মতো একদম সোজা কোন ধার থাকবেনা।



একত্রে লক্ষ্য করো লম্ববৃত্তাকার চোঙটির মাঝখান এবং দুই ধার একটু গোলাকৃতি।

□ শঙ্কু বানানোর পদ্ধতিটি শিখে নাও।



খ ১ - একটি সামান্য গোলাকার চোঙা আকৃতি বানিয়ে নাও।

খ ২ - চোঙার একদিক হাতের তালুর সাহায্যে লম্বা ভাবে বাড়াতে থাকো। এইভাবে (খ ৩) ছবির মতো শঙ্কু আকৃতি পেয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে এটিও প্রাণীদেহ বানানোর কথা মাথায় রেখে সামান্য গোলাকার করতে হবে। অনেকটা বৃষ্টির ফোঁটা আকৃতির মতো।

□ চাকতি বানানোর পদ্ধতিটি শিখে নাও।



গ ১- একটি গোলক নাও।

গ ২- একটি সমান চাপ্টা কিছু দিয়ে গোলকটিকে ওপর থেকে চেপে দিলে চাকতি পেয়ে যাবে। হাত দিয়ে ধারগুলি মসৃণ করে নাও।

□ এবার তাহলে প্রথম ডাইনোসরটি তৈরী করা যাক



ডাইনোসরের দেহটি বানাতে প্রথমে (ঘ ১) ছবির মতো একটি গোলাকার শঙ্কু নাও। যেভাবে চোঙা থেকে শঙ্কু বানিয়েছিলে ঠিক সেই পদ্ধতিতে শঙ্কুর একটি দিক আরো সরু করতে থাকো (ঘ ২) ছবির মতো। লম্বা অংশটি ডাইনোসরের লেজ হবে। লেজ বানাতে (ঘ ৩) ছবির মতো করে শঙ্কুর মাথার দিকের সরু অংশের তিনের এক ভাগ নিচের দিকে বাঁকিয়ে নিয়ে শোয়ানো কমার (☞) মতো আকৃতি দাও। লেজটির শেষের দিকটি আবার সামান্য উপর দিকে বাঁকিয়ে দাও। এতে ডাইনোসরের দেহ এবং লেজটি তৈরী হলো।



এবার আমরা বানাবো ডাইনোসরের পা। পা বানাতে চারটি গোলাকার শঙ্কু আকৃতি নিয়ে নাও (ঙ) ছবির মতো। সামনের পা ২ টি ছোট হবে, পেছনের পা দুটি বড় হবে। পায়ের পাতার তলা যদি গোলাকার হয় তাহলে ডাইনোসরের পক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়ানো কঠিন হবে তাই জন্যে শঙ্কুগুলির তলা আঙুল দিয়ে চেপে সমতল করে নাও। শঙ্কুর মাথার দিকগুলি সামান্য বাঁকিয়ে নাও এতে দেহের সাথে জুড়তে সুবিধা হবে।



গলা এবং মুখ বানাতে একটি চোঙ আকৃতি নাও (চ ১) ছবির মতো। চোঙের ওপর এবং নিচ S এর মতো করে বাঁকিয়ে নাও (চ ২) ছবির মতো। ওপর দিকে একটু বেশী বাঁকবে (মুখের অংশ) নিচের দিক সামান্য বাঁকবে (দেহের সাথে জুড়তে)



সব অংশগুলি তৈরী হলে পাশাপাশি রাখা এই (ছ) ছবির সাথে মিলিয়ে নাও। এবার এদের জুড়ে দাও।



সবগুলি অংশ জোড়া হলে ডাইনোসরটি বাঁদিকের (জ) ছবির মতো দেখতে হবে। এর পিঠে কাঁটা বসানোর জন্যে (ঝ) ছবির মতো কাঁটার আকৃতি বানিয়ে নাও। কাঁটাগুলি পিঠ থেকে লেজের দিকে আকারে ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। এবার এদের একে একে বসিয়ে নাও ডাইনোসরের পিঠে।



□ আমাদের প্রথম ডাইনোসর তৈরী।

□ চলো দ্বিতীয় ডাইনোসরটি তৈরী করি



দ্বিতীয় ডাইনোসরটির দেহের আকৃতি হবে সামান্য লম্বাটে গোলকের মতো (ট) ছবি লক্ষ্য করো। চারটি পায়ের আকার সমান হবে। পা গুলি আগের মতোই বানাও শুধু প্রতিটি সমান মাপের করো (ঠ) ছবির মতো। এবার চারটি পা দেহের সাথে জুড়ে দাও। (ড) ছবির মতো দেখতে লাগবে।



এই ডাইনোসরের লেজটি আলাদা করে বানিয়ে জুড়তে হবে তোমাদের। (ঢ ১) ছবির মতো একটি শঙ্কু বানিয়ে তার মাথার দিকের সরু অংশ ওপর দিকে বাঁকিয়ে নাও।



এই ভাবে লেজটি জুড়ে নাও দেহের সাথে (ঢ ২) ছবির মতো করে। এমনি জোড়া না গেলে একটি ছোট কাঠি ব্যবহার করতে পারো।



ডাইনোসরটির গলায় একটি ঝালর আছে। ঝালরটি বানাতে একটি চাকতি বানিয়ে (ণ ১) ছবির মতো করে চাকতিটিতে স্কেল দিয়ে দাগ কেটে নাও। এবার ধারালো কিছু দিয়ে দাগ বরাবর কেটে নিলেই তৈরী হয়ে যাবে ঝালর (ণ ২) ছবির মতো।



ঝালরটি জুড়ে দেওয়ার পরে সামনে থেকে এবং পাশ থেকে এরকম দেখতে লাগবে।



মাথার জায়গায় একটি গোলক কাঠি দিয়ে জুড়ে নিতে হবে। কাঠিটি (থ) ছবির মতো জুড়ে নাও।

ডাইনোসরটির মাথায় একটি খড়গ ও আছে। খড়গ বানাতে একটি চাকতি থেকে (দ) ছবির মতো করে কেটে নাও।



□ তৈরী আমাদের দ্বিতীয় ডাইনোসর।

□ এবার শেষ ডাইনোসরটি বানিয়ে ফেলি

এই ডাইনোসরটি বানাবার আগে তোমাদের একটু হাত পাকাতে হবে। অভিজ্ঞ কারুর সাহায্যে নিতে হতে পারে। তবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে তেমন কঠিন নয়।



ন



প



ফ

এই ডাইনোসরের দেহ এবং পা শঙ্কু আকৃতি। দেহের আকার দিতে শঙ্কুটিকে (ন) ছবির মতো করে হালকা বাঁকিয়ে নাও। (প) ছবির মতো করে পা বানিয়ে নিতে হবে। এরপর (ফ) ছবির মতো করে পা দুটি দেহের সাথে জুড়ে নাও। কাঠির সাহায্য নিলে সহজ হবে।



ব

পায়ের ৩টি করে আঙুল



ড

লেজ



ম

সামনের দুটি হাত



য ১



য ২

মুখটি তৈরী করতে একটি শঙ্কু বানিয়ে তার চওড়া দিকটি ধারালো কিছু দিয়ে অল্প কেটে নাও যাতে হাঁ মুখের মতো লাগে। এক নং ডাইনোসরের পিঠের কাঁটার মতো করে দাঁত বানিয়ে বসিয়ে দিলে (ঝ ছবি) আরো ভালো লাগবে।



র

□ যেহেতু আকারে বড় তাই একের বেশী কাঠির সাহায্য নাও ডাইনোসরটির সমস্ত অংশ জুড়তে। ব্যাস তৈরী আমাদের তৃতীয় ডাইনোসর।

আমাদের ডাইনোসরেরা তৈরী। এবার তাদের কে একটু ঘরে বেরানোর জায়গা দেওয়া যাক। কিছু চাকতি কে ওপর ওপর বসিয়ে তোমরা সহজে গাছ তৈরী করে নিতে পারবে। গাছ এবং ডাইনোসরদের সাজিয়ে দাও পাশাপাশি।



কিছু গোলককে গাছের ফল, পাথরের টুকরো হিসেবে ছড়িয়ে দাও।



তৈরী তোমাদের নিজস্ব জুরাসিক পার্ক।

আমরা বাঁচাবো পরিবেশ

শ্রেয়া দে

আমাদের স্কুলটি বড়োই সুন্দর,
সারি সারি গাছে যে ভরে থাকে অন্দর,
যেদিক যাবে সবুজ বন্ধু,
চোখে পরবে সেদিক
স্কুল এর সবুজ মাঠটা
যেন আমাদের মুক্তির প্রতীক।

কিন্তু কিছু নির্বোধেরা
যেথা সেথা ফেলছে আর্বজনা,
এর থেকেই যে দূষণের জন্ম----
এ কথা সবার উচিত জানা।

ফেলতে হবে যথাস্থানে
সকল আর্বজনা,
চারিদিক স্বচ্ছ না রাখলেই যে
দূষণ বাঁধবে দানা।

গাছ দেয় অক্সিজেন
গাছের জন্যই বাঁচি,
তাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু
আসলে যে গাছই।

বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করবো
আমরা সবাই
করবো বৃক্ষছেদন রোধ,
গাছ কেটে বাড়ানো
মানুষের ঋণের বোঝা
আমাদের করতেই হবে শোধ।

কমাবো সবাই প্লাস্টিক ব্যবহার
রাখব স্বচ্ছ, সকল জলাবেশ,
এভাবেই আমরা করতে পারবো
দূষণ কে নিঃশেষ।

বাঁচাবো আমি, বাঁচবে তুমি
বাঁচবে আমাদের পরিবেশ।

কমিক্র:- শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।

কাহিনীকথন: কুমকুম নাইয়া



আমাদের বসবাসের জায়গা
অবসময়ে পরিষ্কার রাখা
উচিত

দিদি,
একটা গল্প
বনা।

মনবাগামে জানুয়ারি নামে এক
অস্থির ছিলেন। তিনি মাটির
বাড়িতে বাস করতেন। একদিন
সকালে গর
পারিষ্কার করতে
গিয়ে দেখেন-



আজ গরদেব সব
কাদা দিয়ে নিকিয়ে
নেন। কিন্তু এই জায়গাতে
কিছুতেই সন্মান করতে
পারিনি। কেমন গর
উপকো খুসকো হয়ে
যাচ্ছে!



খানিকটা মাটির সঙ্গে
সন্মান করে নেন।



কি গুটা!
সাদা মতো!



কিগর ডিম এড়ানো!
এমো কোথা থেকে! সবাই
ডেকে দেখাতে হবে!



কিছুক্ষণ পর

ডানুস্মতি, হাত
কিউটে প্রাণের
ডিম।

আঁ
কিউটে প্রাণ

দেখিতো
বাতুলুস্মা ডিম
- এক, দুই, তিন

কিউটে প্রাণের
ডিম বাগান হলে



কিছুক্ষণ পর

সাঁটে, একমুদ্রি,
বাসুড়ি -

সাবধান! ডিমগুলো
ফাটলেই কেউটের
বাচ্চা ছোবিয়ে
আসতে পারে

হায় হায়
কি হবে
গরীব!

ডানুস্মতি, কেউটের
ডিমগুলো আড়ালে
কেনে নষ্ট হবে
দেবো।



সাবধান! কেউটে প্রাণটা
আশেপাশে কোথাও
আছে। ফিরে সরে ডিম
দেখতে না পেললে ডানুস্মতির
বাসু এখান থেকে
তুলে দেবে।

সে তো সন্ধানই তুলে দেবে।
কেউটের ডিম মুটে বাচ্চা
বেতলে কি অবস্থা হবে
ভেবে দেখোছা!





হায় হায় আমরা বাড়িতে
একি হলো গো।



কেটে আমাদের না রকম
পাবলে কিছুতেই বেহাঁর
মিনবেনা!



তাহলে
উপায়!

বন দপ্তরে
মবর দাঙা।



এই প্রত্যক্ষেরে ঠিক ডাবনা
হয়েছে।

অবশেষে বনদপ্তরের
দোকান
এসে কেটে প্রাপটাকে
বঁধে আবে
তার ডিমগুলো নিয়ে
চলেগেল।



পুপু, আমাদের বসবাসের
ছোঁয়া
অবসরময় পরিষ্কার
বাধা উচিত।

কুইজ

বিষয় - রথযাত্রা



- ১। পৌরাণিক মতে রথযাত্রার কারণ কি ?
- ২। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথের নাম কি ?
- ৩। জগন্নাথ দেবের রথে কটি চাকা থাকে ?
- ৪। পুরীর রথযাত্রার রথ তৈরির কাজ বছরের কোন্ বিশেষ দিনে শুরু হয় ?
- ৫। পুরীর জগন্নাথ মন্দির কোন্ রাজা তৈরি করেছিলেন ?
- ৬। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উচ্চতা কত ?
- ৭। কত বছর অন্তর নব কলেবর অনুষ্ঠিত হয় ?
- ৮। পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্তি কি দিয়ে তৈরি ?
- ৯। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উপর দিয়ে এরোল্পেন উড়ে যায়না কেন ?
- ১০। পুরীর রথযাত্রায় রথ টেনে কোন্ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় ?

SUDOKU

SUDOKU একটি মজার গাণিতিক খেলা যা নিয়মিত অভ্যাস করলে ভেতমাদের মপজের ব্যায়াম হবে।

প্রথম শেখার জন্য এখানে একটি ছোটো আকারের সহজ 4 x 4 SUDOKU দেওয়া হল।

নিয়ম গুলি জেনে নানো -

প্রত্যেক Row ও Column -বরাবর যোগফল 10 হবে।

প্রতি লাইনে 1 থেকে 4 এর মধ্যে একটি সংখ্যা একবারই বসানো যাবে।

আবার 2 x 2 প্রতিটি ব্লকে 1 থেকে 4 এর মধ্যে একটি সংখ্যা একবারই থাকবে।

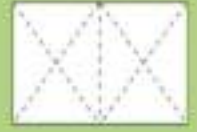
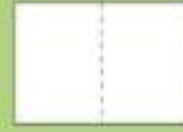
1	2		
		2	1
2	4		
		4	2

ওরিগামি

কাগজ ভাঁজ করে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করাকে ওরিগামি বলে। এটি মূলত জাপানি শিল্প।

বর্ষাকাল আসলেই যে প্রাণীদের কথা মনে পড়ে তা হল বাঙ।

এই সংখ্যায় দেখানো হল কিভাবে কাগজ ভাঁজ করে তোমরা একটা মজাদার লাফানো বাঙ তৈরি করতে পারবে।

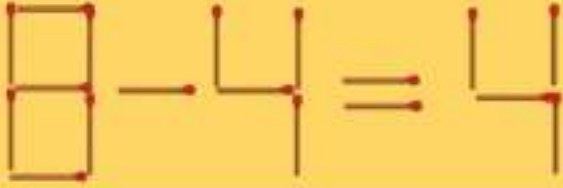


গত সংখ্যার উত্তর

কুইজ

1. 2008 সালে।
2. রেহিত শর্মা - ৫ বার।
3. IPL 2022 - ৩ নতুন সূচি দল - Lucknow Super Giants, Gujrat Titans
4. শিবর খাওয়ান।
5. রশিদ খান।

মগজাঙ্গ



কার ছবি ?

সুকুমার রায়

সত্যজিত রায়

উপেন্দ্রকিশোর রায়

এসো অঙ্ক কষি

$$\text{YouTube} + \text{YouTube} + \text{YouTube} = 21$$

$$\text{Facebook} \times \text{YouTube} + \text{Facebook} = 72$$

$$\text{Instagram} \times \text{Facebook} + \text{Instagram} = 80$$

$$\text{YouTube} + \text{Facebook} \times \text{Instagram} = ?$$



$$21 / 3 = 7$$



$$(72 - 7) / 2 = 32.5$$



$$(80 - 32.5) / 2 = 23.75$$



$$7 + 32.5 + 23.75 = 63.25$$

৯- সংযোগ সম্পাদকীয় নীতি

- ১। সত্যতা যাচাই করা যাবে এরকম তথ্যই এখানে প্রকাশিত হবে।
- ২। তথ্যগুলির মাধ্যমে কোনরকম রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং বিশেষ আদর্শগত মতামতের প্রচার হবে না। এছাড়া গোষ্ঠীগত বা জাতিগত ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় এমন কোন তথ্য বা বিষয় এখানে স্থান পাবে না।
- ৩। ৯-সংযোগ প্রকাশনায় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাজে প্রচলিত নিয়মনীতি ও আইন মেনে চলা হবে।
- ৪। তথ্যগুলি ভারতের জাতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সংহতি , স্রাতৃত্ববোধ এবং সাম্যের নীতিকে সমর্থন করবে।
- ৫। আগামীদিনে সম্পাদকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্তমানে প্রকাশিত বিষয়গুলির পরিবর্তন করতে পারবেন।
- ৬। উপরোক্ত সম্পাদকীয় নীতি অনুযায়ী লেখাই ৯-সংযোগ এ প্রকাশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রকাশনার অন্য কোনো নিয়মনীতি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্পাদকমণ্ডলী - রূপা ঘোষ (প্রধান শিক্ষিকা), কৃষ্ণা সিং সর্দার (সহ শিক্ষিকা),
মিতুল সমাদ্দার (সহ শিক্ষিকা), পারমিতা চক্রবর্তী (সহ শিক্ষিকা),
মধুমিতা মুখোপাধ্যায় (সহ শিক্ষিকা)